আইন ও বিচার বিভাগ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯

-মুখবন্ধঃ-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের অর্জিত সাফল্য বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হলো। প্রকাশনাটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আইন ও বিচার বিভাগের মূখ্য কর্মকান্ড সর্ম্পকে সংশিস্নষ্ট সকলকে যথাযথভাবে অবহিত করা। প্রতিবেদনে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আইন ও বিচার বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগ; মহাপ্রশাসক, সরকারী অছি এবং সরকারী রিসিভার; নিবন্ধন পরিদপ্তর; বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন; বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট; জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা; আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার সর্ম্পকেও প্রতিবেদনে আলোকপাত করা হয়েছে।

সরকারের কর্মবন্টন বিধিমালা অনুযায়ী আইন ও বিচার বিভাগ অধঃস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের প্রশাসন সম্পর্কিত কার্যাদি, অধঃস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ, অ্যাটর্নি জেনারেল, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারী কৌসুলী, পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের আইন উপদেষ্টাগণের নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ, আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি আদায়, এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এন্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি এবং অফিসিয়াল রিসিভার নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ, আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন বিচার প্রার্থীকে আইনগত পরামর্শ প্রদান করে থাকে। সরকার পক্ষে বা সরকারের বিপক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বা প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে যে কোন আপীল দায়ের/দায়েরকৃত আপীলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, বিচার ও আইনগত বিষয়ে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক আদালত সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং নারী ও শিশু পাচার রোধ, অশস্নীল প্রকাশনা বন্ধ, অপরাধ দমন ও অপরাধীদের সঙ্গে আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রেরিত রেফারেন্স সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ, আইনগত ও সাংবিধানিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের যে কোন ব্যাখ্যার বিষয়ে যে কোন প্রশ্ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহকে আইনগত পরামর্শ প্রদান করা এ বিভাগের কর্মপরিধির অন্তর্ভূক্ত।

দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আইন ও বিচার বিভাগ জন-প্রশংসিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে স্বাধীন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে অধস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ প্রদান করে বিচারাধীন মামলার জট কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং কয়েকটি মামলার রায় কার্যকর করা হয়েছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশ বিচারহীনতার সংস্কৃতি (culture of impunity) হতে বের হতে শুরম্ন করেছে। উচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলার জট কমানোর লক্ষ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন বিচারক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আইনজীবী সমিতি ভবন, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন, সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয় নির্মাণ করে অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার গতিশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা প্রদান করে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আইনে সমান সুযোগ লাভের সক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়েছে। আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় পূর্বের ধারাবাহিকতায় আইন ও বিচার বিভাগের ২০১৮-২০১৯ সালের সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও অর্জিত সাফল্যের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

(মোঃ গোলাম সারওয়ার)

সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত)

আইন ও বিচার বিভাগ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	
১.	র্নিবাহী সার-সংক্ষেপ	
২.	আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা	
৩.	আইন ও বিচার বিভাগের কার্যাবলী	
৪.	আইন ও বিচার বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো	
	৪.১ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী	
	৪.২ আইন ও বিচার বিভাগের জনবল	
	৪.৩ আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত/ অধিনস্থ অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/ সংস্থাসমূহ	
৫.	আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিরবণ	
	৫.১ উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ	
	৫.২ অধঃস্তন আদালত পর্যায়ে আদালত (গঠন) ও পদ সৃজন	
	৫.৩ নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ	
	৫.৪ বাজেট ও উন্নয়ন	
	৫.৭ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা	
	৫.৮ মতামত অনুবিভাগের কার্যাবলী	
	৫.৯ নোটারী পাবলিক নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলী	
	৫.১০ সাব-রেজিস্ট্রি অফিস স্থাপন ও নিবন্ধন পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদ সৃজন	

	৫.১১ নিবন্ধন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদে পদোন্নতি, বদলী ও নিয়োগ ৫.১২ রেজিস্ট্রেশন ম্যানুয়েল হালনাগাদকরণ ৫.১৩ আই সি টি সেলের কার্যাবলী ৫.১৪ আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ ৫.১৫ সলিসিটর অনুবিভাগ এর কার্যাবলী	
৬.	নিবন্ধন অধিদপ্তর	
৭.	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন	
৮.	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট	
৯.	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা	
১০.	আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	
১১.	অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়	

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

আইন ও বিচার বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা, কার্যাবলী, সাংগঠনিক কাঠামো, বিদ্যমান জনবল, এ বিভাগের সংযুক্ত এবং অধিনস্থ দপ্তর/ অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/ সংস্থা/ অনুবিভাগ এর কার্যাবলী এবং এ বিভাগের আওতাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প সর্ম্পকিত তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে।

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Bussiness, 1996 এর Schedule-1 (Allocation of Bussiess Among the Different Ministries and Divisions)-এ আইন ও বিচার বিভাগ এর দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিবৃত হয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্যসমূহ হলো ঃ (ক) দেশে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করা; (খ) বিচার প্রার্থী জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে এবং বিদ্যমান মামলাজট নিরসনে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিচারক নিয়োগ, পদ সৃজন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; (গ) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার কার্যক্রমের মাধ্যমে অসহায়, দরিদ্র এবং অসচ্ছল বিচার প্রার্থী জনগণ-কে আইনগত সহায়তা প্রদান; (ঘ) অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে বিচারিক সেবা সুনিশ্চিত করা; (ঙ) এই বিভাগের আইসিটি সেলের মাধ্যমে যাবতায় কার্যক্রম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আওতাধীন করা; (চ) মতামত অনুবিভাগের কার্যক্রমের মাধ্যমে সকল মন্ত্রনালয়/বিভাগ/সরকারী সংস্থা-কে আইনগত মতামত প্রদান এবং (ছ) সলিসিটর অনুবিভাগের কার্যক্রমের মাধ্যমে মোকদ্দমায় সরকার পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর বা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক প্রেরিত মোকদ্দমা থেকে উদ্ভুত আইনগত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং সরকারী আইন কর্মকর্তা নিয়োগ।

৩। বিদ্যমান বিচারকের সংখ্যা তথা জনবল কাঠামো বিরাজমান মামলার সংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট নয় বিধায় ২১৪টি সহকারী জজ, ৩৪৬টি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ৪১টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ১৯টি পরিবেশ আদালত, ৬টি পরিবেশ আপীল আদালত এবং উলিস্নখিত আদালতসমূহে সহায়ক কর্মচারীর পদ সৃজন ও অফিস সরঞ্জমাদি অন্তর্ভূক্তকরণের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়ছে। এছাড়া, ৭টি বিভাগীয় শহরে ৭টি মানব পাচার প্রতিরোধ টাইব্যুনাল সৃজন ও সহায়ক কর্মচারীর পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসনে অনুমোদনের পর অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গি-য়-ছ। আরও উল্লেখ্য, সন্ত্রাস দমন বিরোধী আইনের আওতায় দ্রুততম সময়ে মামলা নিষ্পত্তির জন্য বিদ্যমান ২টি ট্রাইব্যুনালের সংগে আরও ৫টি সন্ত্রাস দমন ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা হ-য়-ছ এবং তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক অপরাধ দমনের লক্ষ্যে আরও ৭টি সাইবার ট্রাইব্যুনাল স্থাপ-নর বিষয়টি শেষ পর্যা-য় র-য়-ছ।

৪। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক বিজেএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাচে ধারাবাহিকভাবে সহকারী জজ নিয়োগ, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালার সংশিস্নষ্ট বিধি ও বয়সসীমা শিথিল করে অতিরিক্ত জেলা জজ ও যুগ্ম জেলা জজ পদে পদোন্নতির মাধ্যমে শুন্য পদ পূরণ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃজন এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরির পদ স্থায়ী করা হয়েছে। তাছাড়া বিগত ২০১৮-২০১৯ সালে সারা দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে আদালতসমূহে এবং জেলা লিগ্যাল এইড অফি-স কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ সৃজন করা হয়েছে।

৫। আদালতের অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করার স্বার্থে সারাদেশে বহুতল বিশিষ্ট চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ এবং ২৮টি জেলা জজ আদালত ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে চলছে। উলেস্নখ্য যে, ৫টি জেলায় সিজেএম আদালত ভবন নির্মাণের কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে, ৪টি জেলায় সিজেএম আদালত ভবন নির্মাণ কাজ ৯০ শতাংশের অধিক, ০৫টি জেলায় ৮০ শতাংশের অধিক, ০৪টি জেলায় ৭০ শতাংশের অধিক, ১০টি জেলায় ৬০-৭০ শতাংশের অধিক এবং অবশিষ্ট ০৮টি জেলায় ৩০-৫০ শতাংশের অধিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দ্রম্নত অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক স্থান সংকুলান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত এই বিভাগের পক্ষে মনিটরিং করা হচ্ছে।

৬। বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগ এই বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/পরিদপ্তর/আদালত/ ট্রাইব্যুনালের বাজেট প্রস্তুত ও বাজেট ছাড়করণ করে থাকে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগ, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন এর পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি, পদ স্থায়ীকরণ এবং অনুন্নয়ন কর্মসূচি এর আওতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন এই শাখা হতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

অর্থ বছরে সরকার আইন ও বিচার বিভাগের উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আইন ও বিচার বিভাগের জন্য অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ছিল প্রায় ৮৩০ (আটশত ত্রিশ) কোটি টাকা এবং অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ছিল ১০১০.০০ (এক হাজার দশ) কোটি

টাকা। তন্মধ্যে, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের অনুন্নয়ন খাতে ব্যয়ের পরিমান ছিল ৫৮৪ (পাঁচশত চুরাশি) কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ২১৬ (দুইশত ষোল) কোটি টাকা ।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরের অনুন্নয়ন খাতে ৬৭০.০২ কোটি (ছয়শত সত্তর কোটি দুই লক্ষ) টাকা এবং উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৩৯.৯৮ কোটি (তিনশত উন্নচলিস্নশ কোটি আটানব্বই লক্ষ) টাকা। অনুন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে আইন ও বিচার বিভাগের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর/আদালত/ট্রাইব্যুনালের সকল ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

৭। সলিসিটর অনুবিভাগ এই বিভাগের অন্যতম গুরম্নত্বপূর্ণ অনুবিভাগ। এই অনুবিভাগের কার্যক্রমের মাধ্যমে মোকদ্দমায় সরকার পক্ষো মোকদ্দমা পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর বা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক প্রেরিত মোকদ্দমা থেকে উদ্ভুত আইনগত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং সরকার পক্ষো মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য সরকারী আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৮। বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে হস্ত্মান্তরিত সম্পত্তির মালিকানা নিরম্নপিত হয় নিবন্ধীকৃত দলিলের ভিত্তিতে। স্বত্ত্বের মামলার বিচারের ক্ষোত্রে দেশের নিম্ন আদালত হতে উচ্চতর আদালত পর্যন্ত্ম নিবন্ধীকৃত দলিলকে প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দলিল রেজিষ্ট্রেশনের কার্যক্রম আইন ও বিচার বিভাগের অধীন নিবন্ধন পরিদপ্তর কর্তৃক ১৯০৮খ্রিঃ সালের রেজিষ্ট্রেশন আইনের বিধিবিধান অনুসরণ করে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে ৬১টি জেলায় (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত) নিবন্ধন পরিদপ্তরের অধীন ৬১টি জেলা রেজিস্ট্রারের পদ অনুমোদিত আছে। সমগ্র দেশে উপজেলা ভিত্তিক সাব- রেজিস্ট্রী অফিসের জন্য অনুমোদিত সাব-রেজিস্ট্রার পদের সংখ্যা ৪৯৩ টি। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সময়ে ভূমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং এ প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত সময় ও রেজিস্ট্রেশন ব্যয় হ্রাস ও সকল প্রকার কর ও ফি একই পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া দলিলের ডিজিটালাইজড কপি থেকে দলিল রেজিস্ট্রেশনের জন্য উপস্থাপনের তারিখেই দলিলের সই মহরি নকল সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। অধিকন্তু্ম ভূমি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ভূমির মূল্য পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

৯। The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) এর ৬ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার গত ২৫/০৩/২০১০ ইং তারিখে একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্যের সমন্বয়ে আন্ত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ২২/০৩/২০১২ ইং তারিখে আরও একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়।

আন্ত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত্ম সর্বমোট ৪২ টি মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ করা হয় ও ২৩টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৬টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এ পর্যন্ত্ম ৪টি মামলায় প্রদত্ত মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছে।

১০। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এ সংস্থার মূল কাজ হলো আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা। কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ছাড়াও প্রতিটি জেলায় জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি, প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি এবং প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্ণিত কমিটিসমূহ আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির জন্য দরখাস্ত্মকারীগণের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই পূর্বক উপযুক্ত আবেদনকারীগণকে আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির উপযুক্ত হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। তাছাড়া জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা সরকারি আইনি সেবা সহ হটলাইন সার্ভিস ও শ্রমিক আইন সহায়তা সেলের মাধ্যমে সর্বাত্মক আইনগত সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

১১। বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ১৯৯৫ সনে প্রতিষ্ঠিত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি বিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান। এই ইনস্টিটিউট বিচার বিভাগীয় ধকর্মকর্তা-কর্মচারী ও সরকারী কৌশলীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের পেশাগত মানোন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। অধিকন্তু, ইনস্টিটিউট-কে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Bussiness, 1996 অনুযায়ী আইন ও বিচার বিভাগ তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বায়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং আধুনিক বিচার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন ও বিচার বিভাগ ভবিষ্যতে তার গঠন ও কার্যাবলী যুগোপযোগী করে সহজে ও সুলভে বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে।

২. <u>আইন ও বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা</u>

বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা লাভ করে। অতঃপর একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র কাঠামো গঠন ও আইনের শাসন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে বিচার প্রশাসনের কল্যাণার্থে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।

১৯৯০ পরবর্তী গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় একটি যোগ্য ও দক্ষ বিচার প্রশাসন প্রতিষ্ঠা এবং তা স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকাকালে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক উইং গঠন করা হয় এবং উক্ত উইংকে বিচার প্রশাসন হতে পৃথক করা হয়।

সময়ের সাথে সাথে বিচার প্রশাসনের পরিধি ও কার্যক্ষেত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় সুশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আইন ও বিচার বিভাগ গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিগত ২০০৮-২০১৩ মেয়াদের মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুবিধার্থে বিগত ২৭ মে ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃবিন্যস্ত করে আইন ও বিচার বিভাগ (Law and Justice Division) এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ (Legislative and Parliamentary Affairs Division) সৃজনের প্রস্তাবে সর্বসম্মত সুপারিশ গৃহিত হয়। উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রস্তাবিত আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৩ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে Rules of Business ও Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions সংশোধন ও পুনর্গঠন করে আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ নামে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ০২ (দুই) টি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর এর কর্মকান্ড ও দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার আইন ও বিচার বিভাগের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

৩. আইন ও বিচার বিভাগের কার্যাবলীঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996 এর তফসিল-১ (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions) অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বন্টনকৃত দায়িত্বাবলীর মধ্যে আইন ও বিচার বিভাগকে যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয় তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ-

- সুপ্রীম কোর্ট এবং অধঃস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের প্রশাসন সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন।
- বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- অধঃস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- অ্যাটর্নি জেনারেল, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারী কৌসুলী, পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের আইন উপদেষ্টাগণের নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর, রেজিস্ট্রেশন পরিদপ্তর এবং এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এন্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি দপ্তরসমূহের প্রশাসন সম্পৃক্ত কার্যাদি সম্পাদন।
- নোটারী পাবলিক এবং নিকাহ্ রেজিস্টার নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ।
- আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি আদায়।
- এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এন্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি ও অফিসিয়াল রিসিভার নিয়োগ এবং তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরের সাথে প্রশাসনিক সম্পৃক্ততা।
- আইন ও বিচার বিভাগের প্রশাসনাধীন সকল আইন নিয়ন্ত্রণ।
- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস সংক্রান্ত বিষয়াদি।
- রাজস্ব আদালত ব্যতিত সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনাল সৃষ্টি এবং আদালতসমূহের এখতিয়ার, ক্ষমতা এবং আদালত অবমাননার বিষয়াদি।
- বিচার প্রশাসন।
- আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচার প্রার্থীকে আইনগত পরামর্শ প্রদান, আইজীবীদের ফিস প্রদান ও মামলার খরচ প্রদানসহ অন্য যে কোন সহায়তা প্রদান।
- সরকার পক্ষে বা সরকারের বিপক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বা প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে যে কোন আপীল দায়ের/দায়েরকৃত আপীলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- এই বিভাগের সাথে সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক আইনগত বিষয়াদি সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিচার ও আইনগত বিষয়ে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক আদালত সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং নারী ও শিশু পাচার রোধ, অশল্গীল প্রকাশনা বন্ধ, অপরাধ দমন ও অপরাধীদের সঙ্গে আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রেরিত রেফারেন্স সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আইনগত ও সাংবিধানিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের যে কোন ব্যাখ্যার বিষয়ে যে কোন প্রশ্ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহকে আইনগত পরামর্শ প্রদান।
- অন্যান্য রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বিচার বিভাগীয় ও আইনগত বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন ও যোগাযোগ রক্ষা।
- দেওয়ানী মামলার সমন ও ডিক্রি জারী, ভরণ-পোষণের আদেশ বলবৎকরণ এবং বাংলাদেশে মৃত বিদেশী নাগরিকগণের সম্পত্তি পরিচালনার জন্য বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন।
- বিচার ও আইনগত বিষয়ে তদন্ত সম্পাদন এবং পরিসংখ্যান সংরক্ষণ।
- আইন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং স্থায়ী কমিটির চাহিতমতে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন।

৪. আইন ও বিচার বিভাগের সাংগাঠনিক কাঠামো

- **৪.১ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী**
- জনাব আনিসুল হক, এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

- **৪.২ আইন ও বিচার বিভাগের জনবল**

জনাব মোঃ -গালাম সারওয়ার এ বিভাগের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া এ বিভাগের মোট অনুমোদিত জনবল ২১০ জন যার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা ৪৯ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা ৫৩ জন, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ৫৯ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ৪৯ জন।

- **৪.৩ আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত/অধিনস্থ অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থাসমূহ**
- (১) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
- (২) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।
- (৩) রাজস্ব আদালত ব্যতীত বাংলাদেশের সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনাল।

(৪) সরকারী অছি ও সরকারী রিসিভার, ৭৯/১, কাকরাইল, ঢাকা।

- (৫) নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
- (৬) অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণ, ঢাকা।
- (৭) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা।
- (৮) বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা।
- (৯) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।

৫. আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণঃ

৫.১ উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ

২০১৮-২০১৯ সালে বাংলা-দশ সুপ্রীম-কা-র্টর আপীল বিভাগে নিয়োগকৃত বিচারপতিগণ

ক্রমিক নং	প্রজ্ঞাপনের তারিখ	বিচারপতির বিবরণ	বিচারপতির সংখ্যা	হাইকোর্ট/আপীল বিভাগ
১	০৮/১০/২০১৮	অতিরিক্ত বিচারপতি	০৩ জন	আপীল বিভাগ

৫.২ অধঃস্তন আদালত স্থাপন ও পদ সৃজন সংক্রান্তঃ-

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর
১. ঢাকা ও চট্টগ্রা-ম ব্যতীত ০৫টি বিভাগীয় সদ-র ০৫টি সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। উক্ত ট্রাইব্যুনালসমূহের মোট ২৫টি কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃজন করা হ-য়-ছ।
২. ৫৪টি মে-ট্রাপলিটন ম্যাজি-স্ট্রট, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজি-স্ট্রট ও জুডিসিয়াল ম্যাজি-স্ট্রট কোর্ট সৃজন এবং ২১৬টি কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃজ-নর বিষ-য় অর্থ বিভা-গর সম্মতি পাওয়া গি-য়-ছ।
৩. চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সি-লট, রংপুর ও ময়মনসিংহ সহ ০৭টি বিভা-গ ০৭টি সাইবার ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং ৭০ টি কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃজ-নর প্রস্তাব ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণক্রমে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি

কর্তৃক অনু-মাদিত হ-য়-ছ।
৪. সারা-দ-শ ২১৪টি সহকারী জজ আদালত সৃজন এবং ১৯২৬ টি কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃজ-নর প্রস্তাব ০৬/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারি-খ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে -প্ররণ করা হ-য়-ছ।
৫. বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর ০৩টি পরিচালক প-দর বিপরী-ত ৩টি গাড়ীচাল-কর পদ সৃজন এবং ০৩টি গাড়ী টিওএন্ডইভূক্ত করা হয়েছে।
৬. প্র-ত্যক জেলা জজ আদালত ও মহানগর দায়রা জজ আদাল-ত ০১টি ক-র কো-অর্ডি-নটর, প্রোগ্রামার ও অফিস সহায়-কর পদ সৃজ-নর প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল-য় প্রেরণ করা হ-য়-ছ।
৭. বিভিন্ন জেলা জজ আদালত/ট্রাইব্যুনাল এবং চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজি-স্ট্রট আদালত/চীফ মে-ট্রাপলিটন ম্যাজি-স্ট্রট আদাল-ত ০৮ জন কর্মচারীকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা প-দ প-দান্নতি প্রদান করা হ-য়-ছ।
৮. ০৮/১০/২০১৮ খ্রিঃ তারি-খ বাংলা-দশ সুপ্রীম-কার্ট, আপীল বিভা-গ ০৩ জন বিচারক নি-য়াগ প্রদান করা হ-য়-ছ।
৯. সারাদেশে জেলা জজ আদালতে কর্মরত অতিরিক্ত জেলা জজ পর্যায়ের বিচারকগণের সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য মোট ১২৮টি গাড়ী টিওএন্ডইভূক্ত করা হয়েছে এবং ১২৮টি গাড়ী চালকের পদ সৃজন করা হয়েছে।

৫.৩ নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিড়্গণঃ-

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রম্নতি মোতাবেক রম্নপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সরকারের সচেষ্টায়র ধারাবাহিতকায় অত্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের নির্দেশনার আলোকে অত্র বিভাগ হতে মাঠ পর্যায়ের যুগ্ম জেলা জজ ও সমপর্যায়ের কর্মকর্তা হতে জেলা জজ ও সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিচার প্রশাসন পরিচালনা হয়ে থাকে।

দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং আইনের শাসন বলবৎ করার লক্ষ্যে দক্ষ এবং যোগ্য বিচারিক কর্মকর্তার চাহিদা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে বিচার প্রশাসনে দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সরকার ১৬১ জন অতিরিক্ত জেলা জজ-কে জেলা ও দায়রা জজ পদে প-দান্নতির প্যা-নল করা হয়েছে। ১৯৬জন সহকারী জজকে সিনিয়র সহকারী জজের এখতিয়ারসম্পন্ন মামলা নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে এবং ৪৩জন সহকারী জজ এর চাকরী স্থায়ী করা হ-য়-ছ।

জেলা জজ ও সমপর্যায়, অতিরিক্ত জেলা জজ ও সমপর্যায়ের, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/ যুগ্ম জেলা জজ ও সমপর্যায়ের, অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে হতে ৭০০ (সাত শত) এর অধিক বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশিড়্গাণ প্রদান করা হয়েছে।

তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি উপস্থাপনের কার্যক্রম সলিসিটর অনুবিভাগসহ পূ-র্ব চালু হওয়া অন্যান্য বিভা-গ বহাল র-য়-ছ।

বর্তমান সরকার ড়্গমতায় আসার পর বিচার বিভাগ-কে দূর্নীতি মুক্ত এবং জনগণের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করণের লড়্গ্যে বিভিন্ন পদড়্গেপ গৃহীত হয়েছে এবং বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বিরম্নদ্ধে উথাপিত অভিযোগ সমূহ দ্রম্নত ও সঠিকভাবে তদমত্ম করে তাদের বিরম্নদ্ধে শাসিত্মমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

উলিস্নখিত পদড়্গেপ সমূহ গ্রহণের ফলে বর্তমান বিচার প্রশাসন অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক সুশৃংখল, স্বচ্ছ ও দূর্নীতিমুক্ত। ফলে জনগণ ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লড়্গ্যে মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় নির্দেশনার আলোকে বিচার বিভাগ নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৫.৪ বাজেট ও উন্নয়নঃ

এ অনুবিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/পরিদপ্তর/আদালত/ ট্রাইব্যুনালের বাজেট প্রস্তুত ও বাজেট ছাড়করণ করে থাকে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগের পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি, পদ স্থায়ীকরণ, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণ, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণ এবং অনুন্নয়ন কর্মসূচি এর আওতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন এই অনুবিভাগ হতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

এছাড়া বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগ কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ সালে সম্পাদিত কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে উন্নয়নমূলক কাজ				
ক্র. নং	**কাজের বিবরণ**	**সর্বশেষ অবস্থা**		**মন্তব্য**
		২০১৮-২০১৯	**২০১৮-২০১৯**	
১.	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ১০.০০ কোটি (দশ কোটি) দেশের বিভিন্ন আদালত/ট্রাইব্যুনাল/বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বাসভবন এবং জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিস সমূহের বিভিন্ন মেরামত ও সংস্কার এবং নতুন নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। তার মধ্যে এজলাস সংকট নিরসনে টাঙ্গাইল ও নরসিংদী জেলায় বিচারদের জন্য অস্থায়ী টিনসেড ভবন নির্মাণ এবং শেরপুর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য অস্থায়ী সেমিপাকা (এজলাসসহ খাসকামরা) ভবন নির্মাণ উল্লেখ যোগ্য।	--	---	*সম্পন্ন হয়েছে*
	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য গাড়ী ক্রয়	মাইক্রোবাস ক্রয়-০৮ টি সিডান কার-০৫টি	মাইক্রোবাস ক্রয়-০৬ টি সিডান কার-০৫টি	সম্পন্ন হয়েছে
২.	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগের পদ ৪ সৃজন	বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ২০ টি	--	
৩.	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগের পদ সংরক্ষণ	--	বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ৬৬টি	সম্পন্ন হয়েছে
৪.	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের পদ সংরক্ষণ	--	বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ২৮৩টি	সম্পন্ন হয়েছে

৫.	অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের পদ স্থায়ীকরণ	৮৪টি	--	সম্পন্ন হয়েছে
৬.	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছ-র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নি-র্দশনা ম-ত না-টার ও দিনাজপুর জেলার আইনজীবী সমিতি-ক ১.০০ কোটি টাকা ক-র মোট ২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, নেত্রকোনা জেলা আইনজীবী সমিতি-ক ২.০০ কোটি টাকা, অন্যান্য আইনজীবীর সমিতির ভবন নির্মা-ণ সহায়তার জন্য ২.০০ কোটি টাকা এবং বই পুস্তক ক্রয়ের জন্য ১.০০ কোটি টাকা প্রদান করা হ-য়-ছ।	--	--	

বিষয় ঃ ২

১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে (আরএডিপি) অন্তর্ভুক্ত আইন ও বিচার বিভাগের প্রকল্পসমূহের বরাদ্দের জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ।

(লক্ষ টাকা)

প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়			জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়			২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) ২য় সংশোধিত প্রকল্প। (ফেব্রুয়ারী/২০০৯-জুন/২০২১) কোড নং-৫০২০ প্রধান সমন্বয়ক, বিকাশ কুমার সাহা, জেলা জজ।	২৩৮৮২৭.২৭	২৩৮৮২৭.২৭	-	৯৯৪২২.০০	৯৯৪২২.০০	-	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	-
জাস্টিস রিফর্ম এন্ড করাপশন প্রিভেনশন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৩, জুন/ ২০১৮) কোড নং-৫০২৩ প্রকল্প পরিচালক:আবু সালেহ শে খ মোঃ জহিরুল হক, সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ।	৫১৭১.৬৭	৪৬.৬৭	৫১২৫.০০০	৩৭৪২.৬৫	৩৬.১৩	৩৭০৬.৫২	৬০৬.০০	৩.০০	৬০৩.০০
স্ট্রেন্দেনিং ক্যাপাসিটি অব জুডিসিয়াল সিস্টেম ফর চাইল্ড প্রটেশসন ইন বাংলাদেশ। **জানুয়ারী ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২১** **প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার** **যুগ্মসচিব, আইন ও বিচার বিভাগ**	৯০৯.০০	১৫১.০০	৭৫৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪২২.০০	৩৭.০০	৩৮৫.০০
অধস্তন আদালত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করণে আইন ওবিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি (জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৯) কোড নং-৫০০০ প্রকল্প পরিচালক:জনাব বিকাশ কুমার সাহা, যুগ্মসচিব, আইন ও বিচার বিভাগ।	৩৯৯৭.০০	৩৯৯৭.০০	-	১২২২.০০.০০	১২২২.০০	-	১৫০০.০০	১৫০০.০০	-

দেশের বিভিন্ন জেলায় জেলা রেজিস্ট্রি অফিস এবং সাব-রেজিস্ট্রি অফিস নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প **জানুয়ারী ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯** **প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব পারভেজ খাদেম, সুপারিন্টেডিং ইঞ্জিনিয়ার, গুপূর্ত অধিদপ্তর**	৩০৯৩৩.০০	৩০৯৩৩.০০	-	৮০০.০০	৮০০.০০	-	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০	-
বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নতুন ১২-তলা ভবন নির্মাণ **জানুয়ারী ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০২০** **প্রকল্প পরিচালকঃ জনাব মোঃ খালেদ হুসাইন, সুপারিন্টেডিং ইঞ্জিনিয়ার, ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-২, গণপূর্ত অধিদপ্তর**	১৩৮০৪.০০	১৩৮০৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	১০০০.০০	১০০০.০০	-
মোট	২৯৬৬৫৩.২৮	২৯১৫২৮.২৮	৫১২৫.০০	১০৫১৮৬.৬৫	১০১৪৮০.১৩	৩৭০৬.৫২	৪৭৫২৮.০০	৪৬৫৪০.০০	৯৮৮.০০

৫.৮ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থাঃ

দেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে বাল্যবিবাহ নিবন্ধনের অভিযোগের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে তদন্তে প্রমানিত হওয়ায় সারা দেশে জনস্বার্থে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৫ জনকে নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারের এবং ০৩জন নোটারী পাবলি-কর লাইসেন্স বাতিল করা হয়। তাছাড়া, বাল্য বিবাহ নি-রাধক-ল্প নিকাহ্ রেজিস্ট্রার-দর প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী পালন করা হ-য়-ছ।

৫.৯ মতামত অনুবিভাগের কার্যাবলীঃ-

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ৪টি অনুবিভাগের অন্যমত প্রধান হলো মতামত অনুবিভাগ। এ অনুবিভাগে ১ জন যুগ্ম-সচিব ও ৪ জন উপ-সচিব কর্মরত আছেন। Rules of Busssiness, ১৯৯৬ এর Rule-14 এবং Allocation of Busssiness এর Serial-29A অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সরকারি দপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন আইন, বিধি, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, আদালতের রায় ইত্যাদি বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে মতামত অনুবিভাগ উক্ত বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণপূর্বক মতামত প্রদান করে থাকে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত অনুবিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য নিম্লোক্ত ছকে প্রদর্শন করা হলোঃ-

মতামত অনুবিভাগ

০১ জুলাই, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০১৯ সাল অর্থ বছরে আইন ও বিচার বিভাগের অনুবিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ড় তথ্য নিম্নোক্ত ছকে প্রদর্শন করা হলো ঃ-

ক্রমিক নং	মতামত প্রত্যাশী মন্ত্রণালয়ের নাম	প্রদত্ত মতামত প্রদানে সংখ্যা ০১ জুলাই, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০১৯ সাল পর্যন্ত
১।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩০
২।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৫
৩।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩
৪।	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	৩
৫।	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১
৬।	শিল্প মন্ত্রণালয়	১
৭।	সদর দপ্তর পতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর	১
৮।	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা	১
৯।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৪
১০।	ভূমি মন্ত্রণালয়	১০
১১।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২
১২।	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৫
১৩।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	২
১৪।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৩
১৫।	ধর্ম মন্ত্রণালয়	১
১৬।	স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়	২২
১৭।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৫
১৮।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৪
১৯।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১
২০।	অডিট ভবন	২
২১।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	২
২২।	গৃহায়ন তহবিল	১
২৩।	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৭
২৪।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২
২৫।	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৪
২৬।	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	১
২৭।	মৎস্য মন্ত্রণালয়	২
২৮।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২
২৯।	নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়	১
৩০।	প্রাথমিক শিক্ষা	১
৩১।	হিসাব ভবন	২

৩২।	সড়ক পরিবহন	৪
৩৩।	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২
৩৪।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	৩
৩৫।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২
৩৬।	মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ	১
৩৭।	রেলপথ মন্ত্রণালয়	১
৩৮।	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১
৩৯।	প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়	২
৪০।	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১
৪১।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১
৪২।	আবহাওয়া অধিদপ্তর	১
৪৩।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	২
৪৪।	তথ্য মন্ত্রণালয়	২
৪৫।	জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ভোলা	১
৪৬।	মেট্রোপলিটন পুলিশ কোয়ার্টার্স	১
৪৭।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১
৪৮।	তদন্ত সংস্থা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	১
৪৯।	কৃষি মন্ত্রণালয়	১
৫০।	জেলা প্রশাসক, গাজীপুর	১
৫১।	খাদ্য মন্ত্রণালয়	১
৫২।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১
৫৩।	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১
৫৪।	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়	১
৫৫।	হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক	৬
৫৬।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৪
৫৭।	অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ	২
৫৮।	অর্থ মন্ত্রণালয়	১
৫৯।	বিবিধ	৬
	মোট নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা =	১৮০
	সর্বমোট নথি প্রাপ্তির সংখ্যা =	১৯২
	মোট নিষ্পত্তির হার =	৯৩.৭৫%

৫.১০ নোটারী পাবলিক নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলী ঃ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ নোটারী পাবলিক নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নতুন ভাবে নোটারী পাবলিক নিয়োগ এবং পূর্বে নিয়োগকৃত নোটারী পাবলিকগণের সনদ নবায়নের কার্যক্রম আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছ-র মোট ৫২জন আইনজীবী-ক নোটারী পাবলিক হি-স-ব চূড়ান্ত নি-য়াগ প্রদান করা হ-য়-ছ এবং ২৪৭ জন নোটারী পাবলি-কর লাই-সন্স নবায়ন করা হ-য়-ছ। তাছাড়া আইন বর্হিভূতভা-ব বাল্য বিবাহ সম্পাদন করায় ০৩জন -নাটারী পাবলিক এর সনদ বাতিল করা হ-য়-ছ।

৫.১১ আইসিটি সেলের কার্যাবলীঃ-

<u>বিচার প্রশাসন ডিজিটাইজেশন ও আইসিটি ভার্চুয়াল স্পেস স্থাপন</u>

বিচার প্রশাসনের যাবতীয় জরুরী, প্রত্যক্ষ ও অ্যাডভোকেসি সেবাসমূহকে আইসিটি প্রযুক্তির সহায়তায় দ্রুততম সময়ে প্রদানের লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগে অত্যাধুনিক সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। এই সার্ভারে উপযুক্ত অফলাইন প্রশাসনিক ব্যাক অফিস সফটওয়্যার ও অনলাইন তথ্য সেবার অ্যাপিস্নকেশন হোস্টিংয়ের মাধ্যমে বিচার প্রশাসনের ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

আইন ও বিচার বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুসারে আইসিটি সেল (ICT Cell) দপ্তরের ২০১৫-১৬ সনের

কার্যাবলী নিম্নে উলেস্নখ করা হলঃ

কার্য পরিধি	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের কার্যাবলী												
জুডিসিয়াল এমআইএস প্রতিবেদন (Judicial MIS Report)	আইন ও বিচার বিভাগের ২০১৫-১৬ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী মাসিক হারে উল্লেখিত সংখ্যক সার্কুলার, বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়ঃ												
	সাধারণ	জুলাই '১৫	আগষ্ট '১৫	সেপ্টেম্বর '১৫	অক্টোবর '১৫	নভেম্বর '১৫	ডিসেম্বর '১৫	জানুয়ারী '১৬	ফেব্রুয়ারী '১৬	মার্চ '১৬	এপ্রিল '১৬	মে '১৬	জুন '১৬
		৩৩	৯৫	৭৯	৭৫	১৬৭	৮৪	৫৫	৭৫	৬১	৮৬	৯৭	১২০

		জুলাই '১৫	আগষ্ট '১৫	সেপ্টেম্বর '১৫	অক্টোবর '১৫	নভেম্বর '১৫	ডিসেম্বর '১৫	জানুয়ারী '১৬	ফেব্রুয়ারী'১৬	মার্চ '১৬	এপ্রিল '১৬	মে '১৬	জুন '১৬
	বাজেট ও উন্নয়ন	২২	১১১	১৬০	১১৪	১৯৮	১১০	১২৫	১৮৬	১৭২	১৬১	২৫২	২২৭
এমআইএস চার্ট (MIS Chart)	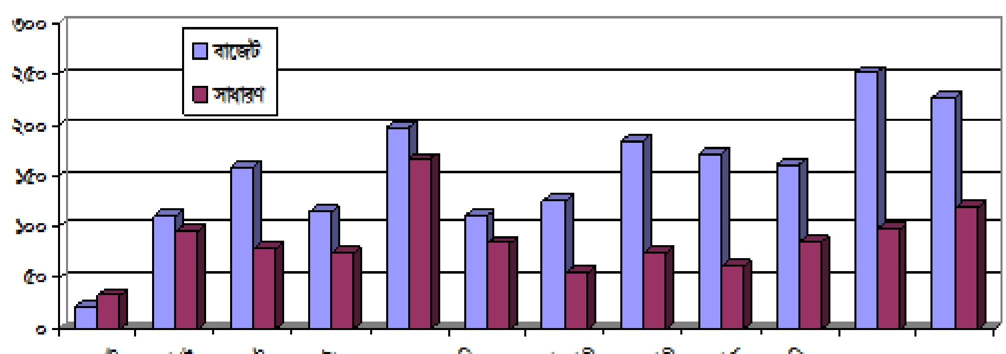 												
ইনোভেশন টিম ও ফোকাল পয়েন্ট (**Innovation Team & Focal Point**)	২০১৫-২০১৬	আইসিটি সেল দপ্তরের প্রোগ্রামার কে ইনোভেশন টিম এবং ইনোভেশন কমিটি এর সদস্য এবং আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন সময়ে গৃহীত ইনোভেশন ও আইসিটি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক ডিজিটাল কানেক্টিভিটি সম্প্রারণ, ই-কোর্ট অফিস অ্যাপি-কেশন চালুকরণের নিমিত্ত ধারণাপত্র তৈরীর কাজ চলমান আছে।											
আইসিটি নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কৌশলপত্র (ICT Policy, Plan & Strategy)	২০১৫-২০১৬	বিগত বছরের সামগ্রিক কর্মসূচী পর্যালোচনা করে সল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি নীতিমালা ও কৌশলপত্র নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।											

<table>
<tr><td rowspan="9">আইসিটি সরঞ্জাম সংগ্রহ

(ICT Equipment Collection)</td><td rowspan="9">২০১৬-১৭</td><td colspan="2">আইসিটি সেল দপ্তরে JSF প্রকল্পের নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদি হস্তান্তর ও সংরক্ষণ করা হয়ঃ</td></tr>
<tr><td colspan="2">সরঞ্জাম তালিকা

(JSF প্রকল্প কর্তৃক হস্তান্তর)</td></tr>
<tr><td>➢ ডেস্কটপ কম্পিউটার</td><td>০১ টি</td></tr>
<tr><td>➢ মনিটর</td><td>০১ টি</td></tr>
<tr><td>➢ ইউপিএস</td><td>০২ টি</td></tr>
<tr><td>➢ প্রিন্টার</td><td>০২ টি</td></tr>
<tr><td>➢ স্ক্যানার</td><td>০১ টি</td></tr>
<tr><td>➢ ডিজিটাল সেন্ডার</td><td>০১ টি</td></tr>
<tr><td>➢ প্রজেক্টর</td><td>০১ টি</td></tr>
</table>

<u>এপিএ এবং ই-গভ-র্নন্স বাস্তবায়ন</u>

এক নজ-র ই-গভ-র্নন্স বাস্তবায়-ন আইন ও বিচার বিভাগঃ

(**E-Governance Establishment by Law and Justice Division at a Glance**)

- ই-ফাইলিং
- ভিডিও কনফা-রন্সিং
- সম্ভাব্য সহকারী জজ প-দ প্রার্থী-দর অনলাইন রেজি-স্ট্রশন
- আইনি সহায়তার জন্য ডায়াল নম্বর/শর্ট-কাড ১৬২৩৪
- জা-জ'স সার্ভিস ট্র্যাকিং সি-স্টম

আইন ও বিচার বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুসারে আইসিটি সেল (ICT Cell) দপ্ত-রর ২০১৬-১৭ স-নর কার্যাবলী নি-ম্ন উ-ল্লখ করা হলঃ

<table>
<tr><th>কার্য পরিধি</th><th colspan="13">২০১৬-২০১৭ অর্থ বছ-রর কার্যাবলী</th></tr>
<tr><td rowspan="2">জুডিসিয়াল এমআইএস প্রতি-বদন

(Judicial MIS Report)</td><td colspan="13">আইন ও বিচার বিভা-গর বার্ষিক ২০১৬-১৭ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও তথ্য অধিকার অনুযায়ী মাসিক হারে উল্লেখিত সংখ্যক সার্কুলার, বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়ঃ</td></tr>
<tr><td>সাধারণ</td><td>জুলাই '১৬</td><td>আগস্ট '১৬</td><td>সে-প্টম্বর '১৬</td><td>অক্টোবর '১৬</td><td>ন-ভম্বর '১৬</td><td>ডি-সম্বর '১৬</td><td>জানুয়ারি '১৭</td><td>ফেব্রুয়ারি '১৭</td><td>মার্চ '১৭</td><td>এপ্রিল '১৭</td><td>মে '১৭</td><td>জুন '১৭</td></tr>
</table>

		৯২	১২৩	১১৬	১২৫	২৬৮	২২০	১৬১	১৫৩	১১২	২০৪	১৩৯	১২৯
		জুলাই	আগষ্ট '১৬	সেপ্টেম্বর '১৬	অক্টোবর '১৬	নভেম্বর '১৬	ডিসেম্বর '১৬	জানুয়ারি '১৭	ফেব্রুয়ারি '১৭	মার্চ '১৭	এপ্রিল '১৭	মে '১৭	জুন '১৭
	বাজেট ও উন্নয়ন	০	৭০	৮৩	১২৯	১৭৯	৮৯	১৭৬	১৪২	২০৫	১৬১	২৩৫	১৯৮
এমআইএস চার্ট **(MIS Chart)**	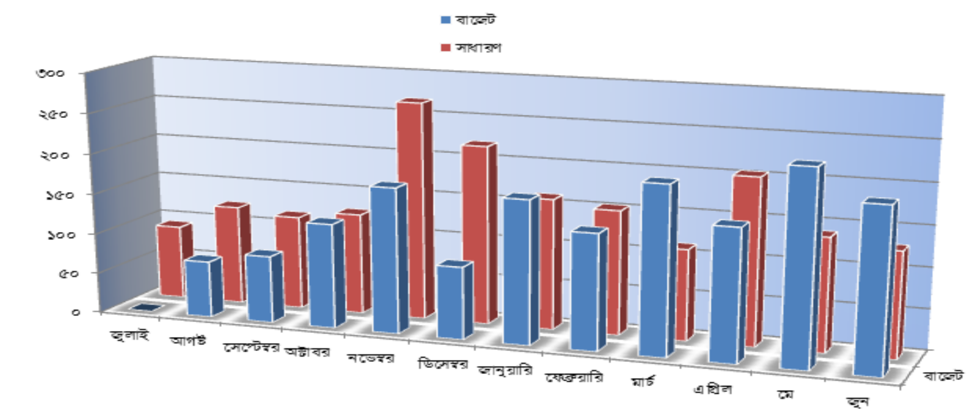												

-গভ-র্নন্স বাস্তবায়ন **(E-Governance Establishment)**	২০১৬-২০১৭	**ভিডিও কনফা-রন্সঃ** ২০.০৩.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ দুপুর ১২.৩০ ঘটিকায় প্রধানমন্ত্রী কার্যাল-য়র মূখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) মহোদয়ের সাথে এ বিভাগের সচিব মহোদয় মাসিক সভায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। উক্ত আলোচনায় ০৪ জন যুগ্ম-সচিব সহ এ বিভা-গর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সচিব ম-হাদয়-ক সার্বিক সহ-যাগীতা প্রদান ক-র বাল্য বিবাহ নি-রাধ আইন, ২০১৭ বিষয়ক আ-লাচনা-ক সাফল্য মন্ডিত ক-রন। **ই-সার্ভিস অ্যাপ্লি-কশনঃ** **অনলাইন রেজি-স্ট্রশন-** বাংলা-দশ জুডিসিয়াল সার্ভি-স অংশগ্রহণকারী সম্ভাব্য প্রার্থী-দর অনলাইন রেজি-স্ট্রশন সম্পন্নকারী সফটওয়্যার এ বিভাগের ডাটা সেন্টার থেকে হোস্টিং সার্ভিস প্রদান করা হয়। এ কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণকারী টেক-নাভিশতা, সিএসএল ও স-র্বাপরি দাতা সংস্থা ইউএনডিপি'র -জএসএফ প্রক-ল্পর ভূমিকা অনিস্বীকার্য। ২০.০৩.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হ-ত ৩০.০৪.২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ডাটা সেন্টার সাফল্যজনকভা-ব ১১তম বি-জএস সম্ভাব্য প্রার্থী-দর তথ্য সংগ্র-হ সচল রাখা হয়। **ই-ফাইলিং / নথি ব্যবস্থাপনা-** ই-ফাইল যথাযথভা-ব বাস্তবায়-নর ল-ক্ষ্য আইন ও বিচার বিভা-গর ম-নানীত ০৩ জন কর্মকর্তা ১৯-২২ সে-প্টম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী কার্যাল-য়র এটুআই ট্রেনিং রু-ম ০৪ দিন ব্যাপী -ট্রনিং অব ট্রেইনার্স (**ToT**) প্রশিক্ষণ গ্রহণ ক-রন। প্রধানমন্ত্রী কার্যাল-য়র অনুশাসন মোতা-বক ই-ফাইলিং পদ্ধতি-ত নথি আদান-প্রদান ও নিস্পত্তির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভা-গর ১১০জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কে ই-ফাইলিং/নথি ব্যবস্থাপনা কো-র্সর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২২ ন-ভম্বর ২০১৬ খ্রিঃ হ-ত ২২ ডি-সম্বর ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত ৭টি ব্যা-চ পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী এ বিভা-গর সভা কক্ষে উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ -শ-ষ ব্যবহারিক বাস্তবায়-নর (**Practical Establishment**) ল-ক্ষ্য এ বিভা-গর প্রশাসন এবং বা-জট ও উন্নয়ন অনুবিভা-গর ০২টি নথি ই-ফাইলিং/নথি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি-ত নিস্পন্ন করা হয়। নিস্পন্নকৃত নথির স্মারক নম্বর নি-ম্ন -দয়া হ-লা ঃ ১। ১০.০০.০০০০.১২৬.২০.০৫৯.২০১৭.১/১(৪) তারিখ: ১৩ এপ্রিল, ২০১৭ ২। ১০.০০.০০০০.১২৭.২৫.০০৬.২০১৭.১ তারিখ: ১৯ এপ্রিল, ২০১৭ উ-ল্লখ্য আইন ও বিচার বিভা-গর ম-নানীত ০২ জন কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রী কার্যাল-য়র এটুআই ট্রেনিং রু-ম ০১ দিন ব্যাপী রি-ফ্রশার্স ট্রেনিং (**RT**) প্রশিক্ষণ গ্রহণ ক-রন। এছাড়াও ই-ফাইল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের (**Successfully Establishment**) ল-ক্ষ্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণাল-য়র মাননীয় মন্ত্রী ম-হাদয় ০৮ জুন ২০১৭ খ্রিঃ তারি-খ ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ -কা-র্স অংশগ্রহণ করেন এবং সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। কোর্স শেষে তিনি ই-ফাইল ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এ সময় আইন ও বিচার বিভাগের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব ও সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব উপস্থিত ছি-লন। **জা-জ'স সার্ভিস ট্র্যাকিং সি-স্টম-**

<table>
<tr>
<td>সুশাসন এবং ও-য়ব--পার্টাল

(Good Governance & Web-Portal)</td>
<td>২০১৬-২০১৭</td>
<td>সরকা-রর সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সময় সময় গৃহীত পদ-ক্ষ-পর তথ্যসমূহ আইন ও বিচার বিভা-গর ও-য়ব-পোর্টা-ল লিংক আকা-র সং-যাজন করা হ-য়-ছ। সং-যাজিত লিংকসমূ-হর তালিকা ঃ

➢ তথ্য অধিকার (Right to Information)
➢ কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থাপনা (Annual Performance Management)
➢ জাতীয় শুদ্ধাচার -কৌশল (National Integrity Strategy)
➢ অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি (Grievance Redress System)
➢ ই-না-ভশন (Innovation)
উক্ত লিংক সমূহে বিষয়ভিত্তিক নীতিমালা, পরিপত্র, কমিটি, কর্ম-পরিকল্পনা, কার্যক্রম, প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন তথ্যাদি সং-যাজন করা হ-য়-ছ।</td>
</tr>
<tr>
<td>জনবল ও প্রশিক্ষণ

(Manpower & Training)</td>
<td>২০১৬-২০১৭</td>
<td>আইসিটি সেল দপ্ত-র ০৩টি ক্যাটাগরির ০৪টি অনু-মাদিত প-দর ম-ধ্য প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার ও ০২ জন ডাটা এন্ট্রি/ক-ন্ট্রাল অপা-রটর সহ -মাট ০৪ জন জনবল কর্মরত র-য়-ছ।

জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা (পিএটিপি) -২০০৩ এর আওতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীগ-ণর ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হ-য়-ছ।</td>
</tr>
<tr>
<td>আইসিটি সরঞ্জাম সংগ্রহ

(ICT Equipment Collection)</td>
<td>২০১৬-২০১৭</td>
<td>আইসিটি -সল দপ্ত-র JSF প্রকল্পের নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদি হস্তান্তর ও সংরক্ষণ করা হয়ঃ

<table>
<tr><td colspan="2">সরঞ্জাম তালিকা

(JSF প্রকল্প কর্তৃক হস্তান্তর)</td></tr>
<tr><td>➢ সার্ভার</td><td>০২ টি</td></tr>
<tr><td>➢ সার্ভার র‍্যাক</td><td>০১ ইউনিট</td></tr>
<tr><td>➢ সুইচ (-নটওয়ার্ক ও কেভিএম)</td><td>০২ টি</td></tr>
<tr><td>➢ -ডস্কটপ ট্রান্সমিটার</td><td>০১ টি</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

৫.১৪ সলিসিটর অনুবিভাগঃ

এই অনুবিভাগের অধীনে থাকা ৬টি শাখার কার্যাবলি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

<u>রীট শাখা-১</u> ঃ

প্রত্যাশী সংস্থা/অফিসের চাহিদা মোতাবেক রীট মোকদ্দমায় সরকারের বিপক্ষে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় আপীল বিভাগে ১৭৩৮ টি আপীল (CP/CMP) দায়ের ও আপীল মোক্দ্দমা পরিচালনার জন্য Advocate on Record (AOR) নিয়োগ প্রদান করা হয়।

রীট শাখা-২ ঃ-

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা হতে মতামত/নির্দেশনা/করণীয় সম্পর্কীত প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা ১৮৫টি। তন্মধ্যে এই শাখা হতে নিস্পত্তি পত্র/নথির সংখ্যা ১৩৫টি এবং মতামত প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন নথির সংখ্যা ৪৮টি ও প্রাপ্ত পত্রসমূহের মধ্যে ১৫ টি পত্রের উপর অত্র শাখার কোন কিছু করনীয় না থাকার প্রেড়্গিাতে কোন পদড়্গেপ গ্রহণ করা হয়নি।

ফৌজদারী শাখাঃ-

ক্রমিক নং	নথির প্রকৃতি	২০১৮-২০১৯
১	মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে সরকারের পড়্গে আপীল দায়েরের প্রস্তাব	১৯২টি
২	মাননীয় আপীল বিভাগে সরকার পড়্গে অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড নিয়োগ	৪২৯টি
৩	বিবিধ বিষয়ে সিদ্ধান্ত	১৫টি
৪	নিজ দায়িত্বে ও নিজ খরচে আপীল/রিভিশন/মিস কেইস দায়েরের জন্য অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত	৬২০টি
৫	ডেফ রেফারেন্স মামলার জন্য ল'ইয়ার নিয়োগ সংক্রান্ত	২৮২টি
৬	ডেফ রেফারেন্স মামলার পেপার বুক বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ	৫০৩টি
৭	ফৌজদারী আপীল মামলার পেপার বুক বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ	২০৯১টি
৮	হলফনামা সম্পাদন অন্তে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ	৯৯টি
৯	এ.ও.আর কর্তৃক দাখিলী রিকুইজিশন পাশ করা হয়েছে	৪১৩৯টি
১০	এ.ও.আর কর্তৃক দাখিলী চুড়ান্ত বিল হিসাব শাখায় প্রেরণ	২৪৬টি
১১	অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে দফাওয়ারী জবাব প্রেরণ	৬২৮টি
১২	স্টেট ডিফেন্স ল'ইয়ার এর চূড়ান্ত বিল পাশের জন্য হিসাব শাখায় প্রেরণ	১৯৯টি

৫.১৪ ফৌজদারী মোকদ্দমা দ্রূত নিষ্পত্তির জন্য মনিটরিং সেল গঠনঃ

আমাদের দেশে তুচ্ছ কারণে বিভিন্ন সময় মামলা মোকদ্দমা হয়ে থাকে। তাছাড়া, জনগণের মধ্যে অপরাধ প্রবণতাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশে বিশেষ করে ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও সেই তুলনায় বিচারকসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা খুবই অপ্রতুল। ফলে অনেক সময় ফৌজদারী মামলাসমূহ দ্রূত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সে বিষয়টি উপলব্ধি করে ৫ থেকে ১০ বছরের বেশী পুরাতন মামলাসমূহ দ্রূত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সরকার এই বিভাগের সলিসিটর-কে প্রধান করে একটি মনিটরিং সেল গঠন করেছে। উক্ত সেল বর্ণিত বিষয় মনিটরিং করার জন্য নিয়মিত ভাবে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে থাকে।

৬. নিবন্ধন অধিদপ্তর

বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে হস্তান্তরিত সম্পত্তির মালিকানা নিরূপিত হয় নিবন্ধীকৃত দলিলের ভিত্তিতে। দেশের নিম্ন আদালত হতে উচ্চতর আদালত পর্যন্ত স্বত্বের বিচারে দলিলকে প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দলিল রেজিষ্ট্রেশনের কার্যক্রম ১৯০৮খ্রিঃ সালের রেজিষ্ট্রেশন আইনের বিধিবিধান অনুসরণ করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের অধীন নিবন্ধন অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

বিগত দুই শতাধিক বৎসর ধরে প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে দক্ষতার সাথে নিবন্ধন পরিদপ্তরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় জমি/সম্পত্তি হস্তান্তর কার্যক্রম এবং সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কীত রেকর্ড পত্রাদি দুই শতাধিক বৎসর ধরে সংরক্ষিত হয়ে আসছে।

ভৌত অবকাঠামো ঃ-

(ক) ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মাঠ পর্যায়ের সকল জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার এর অফিস ভবন নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের বিষয়ে একনেক্ এর সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ প্রদান করেছেন। উক্ত নির্দেশনার আলোকে বার্ষিক (২০১৮-২০১৯) উন্নয়ন কর্মসূচির (এ.ডি.পি) আওতায় ১৪টি জেলা রেজিস্ট্রার ও ৫৮টি সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়সহ মোট ৭৮(আটাত্তর)টি অফিস ভবন নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান রয়েছে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য অফিস ভবন নির্মাণ/পুনঃনির্মান করা হবে।

নতুন অফিস স্থাপন ঃ- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্পে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে জনগণকে দ্রূততম সময়ের মধ্যে উন্নততর সেবা প্রদানের অঙ্গিকার ব্যক্ত হয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই জনবলের অভাবে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন ব্যস্ততম রেজিস্ট্রি অফিসসমূহ প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রূত জনগণকে কাঙ্খিত সেবা প্রদানে সক্ষম হচ্ছিল না। সেজন্যই ঢাকা উত্তর ও দক্ষিন সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীণে জনবলসহ নতুন ভাবে তিনটি অফিস পলস্নবী শ্যামপুর ও ধানমন্ডি সাব-রেজিস্ট্রী অফিস সৃজন করা হয়েছে। এতে জনগণকে

দ্রম্নত সেবা প্রদান এবং রেজিস্ট্রিকৃত মূল দলিল দ্রম্নত পড়্গাগণকে ফেরত প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। একই সাথে যে সব ব্যস্ত্মতম অফিসে দলিল রেজিস্ট্রেশনের অত্যাধিক চাপ ছিল সেটিও হ্রাস এবং জনগণের ভোগান্তি লাঘব হয়েছে।

সারাদেশে বালাম বহির সংকট নিরসন ঃ-

সারাদেশে বিপুল পরিমান দলিলের বকেয়া নকলের কাজ দ্রম্নত তরান্বিত করার জন্য সরকারী মুদ্রাণালয় হতে পর্যাপ্ত পরিমান বালামবহির সরবরাহ ছিল না। দীর্ঘদিনের পূঞ্জীভুত বকেয়া নকল হালনাগাদ করণের জন্য বিজি প্রেস (সরকারী মুদ্রাণালয়) বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মুদ্রণের জন্য অনাপত্তি প্রদান করেন। তদপ্রেড়্গিাতে যথাযথ বিধিবিধান অনুসরণক্রমে দীর্ঘদিনের পূঞ্জীভুত বকেয়া দলিল হালনাগাদকরণের নিমিত্তে বালাম বহি ও অন্যান্য ফরমাদি মুদ্রণ ও বাধাইক্রমে বালাম বহি গ্রহণ করা হয় এবং সারাদেশে চাহিদা অনুযায়ী তা সরবরাহ করা হয়। এতে দেশের জনগনকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত মূল দলিল ফেরত প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে এবং সকল সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে বকেয়া নকল কাজ তরান্বিত করণের জন্য বালাম বহির সংকট অনেকাংশে নিরসন করা সম্ভব হয়েছে।

বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিড়্গণের ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ-

ভূমি রেজিস্ট্রেশন ও রাজস্ব আদায়ের মতো অত্যন্ত্ম গুরম্নত্বপূর্ণ দায়িত পালন করা স্বত্ত্বেও এই বিভাগের কর্মকর্তাগণের জন্য কোন প্রশিড়্গণের সুযোগ ছিল না। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার রেজিস্ট্রেশন বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য দেশে ও দেশের বাইরে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিড়্গণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই বিচার প্রশাসন প্রশিড়্গণ ইনস্টিটিউটে দেশের সকল জেলার জেলা রেজিস্ট্রার এবং মাঠ পর্যায়ের সকল সাব-রেজিস্ট্রারদের প্রশিড়্গণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ভবিষ্যতে দেশ ও দেশের বাইরে উন্নত প্রশিড়্গণের মাধ্যমে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য রেজিস্ট্রেশন বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রস্তুত করে ভূমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ডিজিটাইজড্ করা হবে।

নিবন্ধন অধিদপ্তর থেকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ভূমি রেজিস্ট্রি অফিসের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেড়্গণ ও তদারকি সংক্রান্ত্ম তথ্য ঃ

জেলা রেজিস্ট্রারগণ প্রতি ০৬ মাস অন্ত্মর অন্ত্মর জেলার প্রতিটি সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, রেজিস্ট্রি অফিসসমূহের পরিদর্শকগণ বিভাগ ওয়ারী নিয়মিত প্রতিটি জেলা রেজিস্ট্রার ও সদর সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, প্রতি মাসে মহা-পরিদর্শক, নিবন্ধন ২/৩টি জেলা রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রারদের কার্যালয় পরিদর্শন করে থাকেন। নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নং-১৫৫০) পরিলড়্গিত ত্রুটিবিচ্যুতি বিভাগীয় নির্দেশনা অনুযায়ী মীমাংসা/গুরম্নতর অনিয়মের জন্য প্রয়োজনে সংশিস্নষ্টদের বিরম্নদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করণঃ- দলিল রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর করার নিমিত্ত 'দলিল নিবন্ধন পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও ডিজিটাইজেশন' শীর্ষক একটি কর্মসূচী আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক বাস্ত্মবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর সফল বাস্ত্মবায়নের মাধ্যমে বিষয়ে বর্ণিত ভূমি সংক্রান্ত্ম সমন্বিত সেবা কার্যক্রম বর্তমান অবস্থান থেকেই সুষ্ঠু ভাবে বাস্ত্মবায়ন করা সম্ভব হবে। একইসাথে দলিল রেজিস্ট্রেশনের রাজস্ব আদায়ের ড়্গেত্রে জনগণের সুবিধার্থে

অন-লাইন পেমেন্ট পদ্ধতি বাস্তবায়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনক্রমে পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণের প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

আইনী সংস্কার ও বাস্তবায়ন ঃ-

জমি নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরে রেজিস্ট্রেশন আইনসহ এর সাথে সম্পৃক্ত নিম্নবর্ণিত আইনসমূহের সংস্কার, সৃজন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১. পাওয়ার অব্ এ্যাটর্নী, বিধিমালা-২০১৫।
২. সর্বনিম্ন বাজার মূল্য বিধিমালা-২০১০ এর অধিকতর সংশোধনী

প্রতিটি রেজিস্ট্রি অফিসে সিটিজেন চার্টার ও দলিল রেজিস্ট্রির ফিস, স্ট্যাম্প ও আনুষাঙ্গিক করাদি পরিশোধের হারের তালিকা স্থায়ীভাবে প্রকাশ্য স্থানে টানানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

- দলিলের গতানুগতিক ভাষা পরিবর্তন করে সহজতর করা হয়েছে। দলিলল লেখার ফরমেট (নির্ধারিত ফরম) চালু করা হয়েছে।
- দলিল পত্রাদি কম্পিউটারে কম্পোজ করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।
- দলিল রেজিস্ট্রির ফিস, স্ট্যাম্প শুল্কসহ যাবতীয় কর ও শুল্কাদি পে-অর্ডারে পরিশোধের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।
- সাফ কবলা দলিল রেজিস্ট্রিতে দাতা/পূর্ববর্তীদের নামে জমির মালিকানার রেকর্ড/নামজারি ও হালসনের খাজনা পরিশোধের দাখিলা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৭. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ঃ

কমিশনের পটভুমিঃ- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে বিচার বিভাগীয় পদে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণের বিষয়ে পৃথক বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বিধান এবং অধঃস্তন আদালত সম্পর্কিত সংবিধানের অন্যান্য বিধান বিশেষতঃ ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে সিভিল আপীল নম্বর ৭৯/১৯৯৯ এ প্রদত্ত রায়ে বর্ণিত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৬ জানুয়ারি, ২০০৭ তারিখে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ জারীর মাধ্যমে ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠন করা হয়। ০৮ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিঃ তারিখে উক্ত বিধিমালাটির অধিকতর সংশোধনক্রমে কমিশনের সদস্য সংখ্যা ১০-এ পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

কমিশনের দায়িত্বঃ

* মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদ অর্থাৎ সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই-বাছাই এর নিমিত্ত পরীক্ষা পরিচালনা এবং উপযুক্ত প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করা।

* মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বা তদসংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত অন্য যে কোন বিষয় কমিশনের নিকট পাঠানো হলে সে সম্পর্কে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করা। প্রচলিত আইন বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৫ বা ১৩৩ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন। যেমন শিক্ষানবিস সহকারী জজগণের বিভাগীয় পরীক্ষা আয়োজন করা।

কমিশনের কার্য সম্পাদন প্রণালী ঃ-

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের কার্য সম্পাদন আদেশ, ২০০৪ মোতাবেক এ আদেশের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে কমিশন সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত থাকবে; এবং তিনি তাঁর কর্তৃত্ব কমিশনের কোন সদস্যকে বা সচিবালয়ের কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করতে পারবেন। চেয়ারম্যান সচিবালয়ের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন কর্মকর্তার মধ্যে কর্মবন্টন করতে পারবেন। চেয়ারম্যানের সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে কমিশন সচিবালয়ের যে কোন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা সরকারসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির সাথে পত্র যোগাযোগ করতে পারবেন।

কমিশনের দায়িত্ব তথা কার্যাদি সম্পাদনে সহায়তার জন্য কমিশন যে কোন সরকারী সংস্থা বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা সরকারী কর্ম কমিশন বা কোন ব্যক্তিকে অনুরোধ করতে পারবে এবং কমিশনের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের অনুরোধও করতে পারবে। এরূপ অনুরোধের বিষয়ে সরকারের ভিন্নরূপ নির্দেশ না থাকলে উক্ত সংস্থাসমূহ ও সরকারী কর্ম কমিশন প্রয়োজনীয় সহায়তা ও তথ্য প্রদান করবে।

কমিশনের সকল আর্থিক বিষয়ে সচিব বা সচিবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হবেন কমিশনের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা। প্রতিটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে সচিব ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবেন এবং কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন থাকলে মাননীয় চেয়ারম্যানের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

০১/০১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ থেকে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কমিশনের প্রস্তাবিত সংস্কারমূলক কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন কমিশনের ১১১, ১১২, ১১৩ এবং ১১৪ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নোক্ত বিধি ও আদেশ সমূহে সংশোধন আনয়নের জন্য ১৩/০৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করেছেঃ

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস সংশোধন ও হালনাগাদ করণের জন্য কমিশন বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বিষয়ক আদেশ, ২০০৭ এর তফসিল ১ নতুন তফসিল ১ দ্বারা প্রতিস্থাপনের জন্য সুপারিশ করেছে।

শিক্ষানবিস সহকারী জজ ও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিভাগীয় পরীক্ষার সিলেবাস সংশোধন ও হালনাগাদ করণের জন্য কমিশন শিক্ষানবিস সহকারী জজগণের প্রশিক্ষণ ও বিভাগীয় পরীক্ষা আদেশ, ২০০৮ এর তফসিল নতুন তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপনের সুপারিশ করেছে।

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি অবলোপনের জন্য কমিশন বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৮), (৯), (১০), (১১), (১২) ও (১৩) নতুন উপ-বিধি ৮ দ্বারা প্রতিস্থাপনের সুপারিশ করেছে।

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস পরীক্ষার প্রার্থীদের বর্তমান শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্তাবলি স্পষ্টিকরণের জন্য কমিশন বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ৫(১) এর উপ-বিধি (ক) নতুন উপ-বিধি (ক) দ্বারা প্রতিস্থাপনের সুপারিশ করেছে।

সার্ভিসের প্রবেশপদে সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন ঃ-

(ক) সরকারের সংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ অন্য সকল কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

(খ) সময় সময় প্রার্থীগণের যোগ্যতা, পরীক্ষায় অংশগ্রহণের শর্ত, পরীক্ষার ধরণ, পদ্ধতি ও সিলেবাস সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিবে।

(গ) প্রয়োজনবোধে দেশের এক বা একাধিক স্থানে এবং বিদেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারবে।

(ঘ) উক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঙ) সংশিস্নষ্ট বিধিমালা ও মন্ত্রণালয়ের চাহিদা পত্রে উলেস্নখিত শূন্য পদের সাথে সংগতি রেখে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রার্থীগণের নিয়োগের নিমিত্ত চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকরতঃ উহা মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কমিশন সচিবালয়ঃ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা ২০০৭ এর বিধি ৪ অনুযায়ী কমিশনের একটি নিজস্ব সচিবালয় আছে এবং উক্ত সচিবালয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে গঠিত হতে হবে। তদানুসারে গত ১০ জানুয়ারি, ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সচিবালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে জারীকৃত ‘বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের কার্যসম্পাদন আদেশ, ২০০৪’ মোতাবেক কমিশন সচিবালয় একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হবে এবং তদানুসারে সরকারের নিকট হতে বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি ও আয়-ব্যয়ের সরকারি নিয়ম-কানুন প্রযোজ্য হবে। কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী বলে গণ্য হবেন এবং তাদের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ম-কানুন প্রযোজ্য হবে। সরকার অনুমোদিত পদের ভিত্তিতে সার্ভিসের কর্মকর্তাগণকে যথাযথ পদে প্রেষণে নিয়োগ করা যাবে এবং অন্যান্য পদেও কমিশন যথাযথ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণকে প্রেষণে কর্মরত রাখতে পারবে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত ‘‘ ‘বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ অনুসারে কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করে থাকে।

কমিশন ও এর সচিবালয়ের জন্য পৃথক ওয়েবসাইটঃ বর্তমানে বিশ্ব তথা আমাদের দেশ তথ্য প্রযুক্তিতে অনেকাংশে এগিয়ে গেছে। সেদিক থেকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের জন্য একটি শক্তিশালী ও অত্যাধুনিক সকল সুবিধাদিসহ একটি পৃথক ওয়েবসাইট থাকা আবশ্যক বিধায় কমিশনের জন্য একটি ওয়েবসাইট যার ঠিকানা **www.jscbd.org.bd** খোলা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষাসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি আগ্রহী প্রার্থী ও সংশিস্নষ্ট ব্যক্তিগণ জানতে পারছেন এবং কমিশনের যাবতীয় তথ্যাদি এর দ্বারা সংরক্ষণ ও প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। উলেস্নখ্য যে, কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি (**www.jscbd.org.bd**) আগ্রহী ব্যক্তিদের পরিদর্শনের সুবিধার্থে ব্যবহার বান্ধব (User-friendly) পদ্ধতিতে স্থাপন করা হয়েছে।

লাইব্রেরিঃ- অত্র কমিশনের প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগদানে মনোনয়ন এবং শিক্ষানবিস সহকারী জজদের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা। সে লক্ষ্যে উক্তরূপ পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নপত্র প্রণয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে সংশিস্নষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ কমিশনের সদস্যগণ ও কর্মকর্তাগণের জন্য এমনকি বিভাগীয় পরীক্ষার্থীদের পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক আইন বইসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বই সম্বলিত একটি অত্যাধুনিক স্বয়ংসম্পূর্ণ লাইব্রেরি অত্র কমিশনের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে।

তথ্য প্রদান ইউনিটঃ- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ মোতাবেক অত্র কমিশন ও এর সচিবালয় সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কমিশন সচিবালয়ের উপ-সচিব-কে কমিশনের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কিত সংশিস্নষ্ট তথ্যাদি উক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে সংগ্রহের সুযোগ পাচ্ছেন। সে লক্ষ্যে সার্বিক যোগাযোগের জন্য উপ-সচিবের দাপ্তরিক টেলিফোন নম্বরটি (৯৫৬৮৬৪২) কমিশনের ওয়েবসাইটে সরবরাহ করা হয়েছে। কমিশনের কার্যাবলী তথা পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী আগ্রহী প্রার্থী তথা জনগণ প্রয়োজন অনুসারে উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের মাধ্যমে সম্যকভাবে অবহিত হচ্ছে।

৮. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাঃ-

"জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা"। এ সংস্থার মূল কাজ হলো আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা। কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ছাড়াও প্রতিটি জেলায় জেলা ও দায়রা জজ-কে চেয়ারম্যান করে জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি এবং প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমে অর্জিত সাফল্য সমূহ নিম্নরূপ:

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার ০১ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি: হতে ৩০ জুন ২০১৯ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন/ বাস্তবায়িত সংস্কারমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন

আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ জনগোষ্ঠীর আইনি অধিকার নিশ্চিতকল্পে তাদেরকে আইনগত সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালে "আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০" প্রণয়ন করে।

এ আইনের আওতায় সরকার "জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা" প্রতিষ্ঠা করে এবং দরিদ্র, অসহায় মানুষের আইনের আশ্রয় লাভ ও আইনি কাঠামোয় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এ সংস্থার অধীনে প্রত্যেক জেলার জজকোর্ট প্রাঙ্গণে জেলা লিগ্যাল এইড অফিস প্রতিষ্ঠা করেছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে আইনি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য স্থাপন করা হয়েছে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে লিগ্যাল এইড কমিটি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়েছে। চৌকি আদালতে ও শ্রম আদালতে গঠিত হয়েছে বিশেষ কমিটি। সরকার জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার তত্ত্বাবধানে এসব কমিটি ও লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও বিচার পেতে অসমর্থ প্রান্তিক পর্যায়ের বিচারপ্রার্থী ও শ্রমজীবি জনগণকে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করছে।

নিম্নে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার ০১ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি: হতে ৩০ জুন ২০১৯ খ্রি: পর্যন্ত সময়কার গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ উল্লেখ করা হলোঃ

গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহঃ

- জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা সরকারি খরচে ০১ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি: হতে ৩০ জুন ২০১৯ খ্রি: পর্যন্ত ১১,২৬৬ টি মামলা নিষ্পত্তি সহ সর্বমোট ৫২,৪৯৭ (বায়ান্ন হাজার চারশত সাতানব্বই) জন দরিদ্র অসহায় মানুষকে আইনি সহায়তা প্রদান করেছে। এছাড়াও দেশের সর্বোচ্চ আদালতে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে উক্ত সময়ে ৩,০৩৮ জন দরিদ্র বিচারপ্রার্থী সরকারি আইনি সহায়তা প্রাপ্ত হয়েছে।
- আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার জটিলতায় অনেক কারাবন্দি কারাগারে অসহায় জীবনযাপন করছে। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ০১ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি: হতে ৩০ জুন ২০১৯ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে কারাগারে আটকে থাকা ৫,৭১৩ জন অসহায় কারাবন্দিকে সরকারি আইনি সহায়তা প্রদান করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে কার্যকরি ভুমিকা পালন করেছে।
- সরকার আইনি পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার অধীনস্থ জেলা লিগ্যাল এইড অফিসসমূহের মাধ্যমে ০১ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি: হতে ৩০ জুন ২০১৯ খ্রি: পর্যন্ত লিগ্যাল এইড অফিসসমূহ এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক সেল এডিআর এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ৪,৭৭৯টি বিরোধ/মোকদ্দমার মধ্য থেকে ৩,৭৪৭ টি বিরোধ/মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষকে মোট ৪,৪৩,৮৪,১১১/-টাকা আদায় করে দিয়ে আদালতের মামলাজট হ্রাস করতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে।
- বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ দেশের জনগনকে সম্পূর্ণ বিনাখরচে আইনি পরামর্শ প্রদান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালের ২৮ এপ্রিল জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার উদ্বোধন করেন। টোল ফ্রি ১৬৪৩০ নম্বরে ফোন করে সহজেই দেশের যে কোন প্রান্ত হতে যে কেউ লিগ্যাল এইড সম্পর্কিত তথ্যসহ আইনি পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে। ইউএনডিপি'র প্রদত্ত জনবলের সহায়তায় এই হেল্পলাইনের মাধ্যমে জানুয়ারি-জুন/২০১৯ খ্রি: সময়ে মোট ১৯,৮৫৯ জন আইনি পরামর্শ গ্রহণ করেছে।
- বিগত ২০১৩ সালে দুর্ভাগ্যজনক রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির পর বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ঢাকা ও চট্টগ্রামে ইউএনডিপির সহায়তায় শ্রমিক আইন সহায়তা সেল গঠন করে অসহায় শ্রমিকদের বিনামূল্যে সরকারি আইনি সহায়তা প্রদান করছে। ০১ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি: হতে ৩০ জুন ২০১৯ খ্রি: পর্যন্ত ১,৪৪৫ জন অসহায় শ্রমিককে আইনি সহায়তা প্রদান করে চাকরি পুনর্বহালসহ মোট ৪৬,১৯,৫৩৪/-টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিতে সক্ষম হয়েছে।
- ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে জুন মাস পর্যন্ত জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ও এর অধীনস্থ ৬৪টি লিগ্যাল এইড অফিস এবং সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে সারাদেশে মোট ১৩৬টি সভা/সেমিনার/কর্মশালা/প্যানেল আইনজীবী/বিচার প্রার্থীর সাথে সভা/উঠান বৈঠক/গণশুনানী/ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে লিগ্যাল এইড বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। ১৩৬টি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ১৫,৯৪০ জন।

৯. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা

The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) এর ৬ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার অফিসিয়াল গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে ২৫/০৩/২০১০ ইং তারিখে একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্যের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান হিসেবে বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক এবং সদস্য হিসেবে বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর ও অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ এ,কে,এম, জহির আহমেদ নিয়োগপ্রাপ্ত হন। মাননীয় সদস্য এ,কে,এম, জহির আহমেদ স্বাস্থ্যগত কারণে ২৯/০৮/২০১২ ইং তারিখে পদত্যাগ করলে উক্ত তারিখেই বিচারপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেনকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

২২/০৩/২০১২ ইং তারিখে অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে আরও একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত সদস্য বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর মহোদয়কে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-২ এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং ২৫/০৩/২০১২ ইং তারিখে বিচারপতি আনোয়ারুল হককে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১ এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর অপর দুইজন সদস্য হিসেবে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও জেলা জজ মোঃ শাহিনুর ইসলামকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। অতঃপর মাননীয় সদস্য মোঃ শাহিনুর ইসলাম ৩১/০৭/২০১৩ ইং তারিখে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হলে পূণরায় তাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ১ ও ২ নামে দুটি ট্রাইবুনালে পৃথক পৃথক Rules of Procedure এর মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালিত হচ্ছে।

পরবর্তীতে ব্যক্তিগতকারন উলেস্নখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক পদত্যাগ করলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান এ,টি,এম, ফজলে কবীর মহোদয়কে ১৩/১২/২০১২ ইং

তারিখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর সদস্য বিচারপতি ওবায়দুল হাসানকে উক্ত ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং একই তারিখে বিচারপতি মোঃ মজিবুর রহমান মিয়াকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান হিসেবে বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর এবং সদস্য হিসেবে বিচারপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন ও বিচারপতি আনোয়ারুল হক এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান হিসেবে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান এবং সদস্য হিসেবে বিচারপতি মোঃ মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি মোঃ শাহিনুর ইসলাম কর্মরত থাকেন। অতঃপর বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর গত ৩১/১২/২০১৩ ইং তারিখে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হিসেবে অবসর গ্রহণ করায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য হয়। গত ২৪/০২/২০১৪ ইং তারিখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান হিসেবে মাননীয় বিচারপতি জনাব এম, ইনায়েতুর রহিম কে নিয়োগ প্রদান করা হয় ।

বাংলাদেশ সরকার অফিসিয়াল গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে গত ১৫/০৯/২০১৫ ইং তারিখে চেয়ারম্যান হিসাবে মাননীয় বিচারপতি জনাব আনোয়ারুল হক এবং অপর দুইজন সদস্য হিসেবে যথাক্রমে মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম ও মাননীয় বিচারপতি জনাব মো: সোহরাওয়ারদী মহোদয়ের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ পূনর্গঠণ করেছেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ বর্তমানে অগঠিত অবস্থায় রয়েছে।

রেজিস্ট্রার দপ্তরঃ সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী উভয় ট্রাইব্যুনালের জন্য একজন রেজিস্ট্রার, দুইজন ডেপুটি রেজিস্ট্রার এবং তিনজন সিনিয়র আইন গবেষণা কর্মকর্তার পদ রয়েছে। উক্ত কর্মকর্তাগণ সকলেই অধস্তন আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা। তারা প্রেষণে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিয়োগপ্রাপ্ত। জেলা জজ জনাব শহীদুল আলম ঝিনুক ২২/৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ডেপুটি রেজিস্ট্রার-১ হিসাবে যুগ্ম জেলা জজ জনাব কেশব রায় চৌধুরী কর্মরত রয়েছেন। ডেপুটি রেজিস্ট্রার-২ এর পদটি দীর্ঘদিন ধরে শূন্য আছে। তিনটি সিনিয়র আইন গবেষণা কর্মকর্তা পদের বিপরীতে দুইজন সিনিয়র সহকারী জজ যথাক্রমে জনাব মো: ফাহিম ফয়সাল এবং জনাব মো: পারভেজ আহমেদ কর্মরত রয়েছেন। বর্তমানে সিনিয়র আইন গবেষণা কর্মকর্তার একটি পদ শূন্য রয়েছে।

সহায়ক কর্মচারীঃ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নিয়োগবিধি অনুযায়ী বছর বছর সংরক্ষণের শর্তে সৃজিত মোট ৮৩ টি পদের মধ্যে ৫৩ টি পদে সরাসরি নিয়োগ প্রদানের ছাড়পত্র পাওয়ায় ইতোমধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে মোট ৪৫ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে ০১ (এক) জন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করায় এবং ডেসপাস রাইডারসহ ০৩ জন কর্মচারী ইস্তফা প্রদান করায় বর্তমানে উক্ত ০৪ (চার) টি পদসহ মোট ১২ (বার) টি পদ শূণ্য রয়েছে।

প্রসিকিউশনঃ- আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একজন চীফ প্রসিকিউটরসহ মোট ২৪ জন প্রসিকিউটর মামলা পরিচালনা করেন। চীফ প্রসিকিউটরসহ মোট ০৪ জন এটর্নী জেনারেল, ১২ জন অতিরিক্ত এটর্নী জেনারেল, ০১ জন ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এবং ০৭ জন সহকারী এটর্নী জেনারেল সমমর্যাদা সম্পন্ন।

তদন্ত সংস্থাঃ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক চার্জ দাখিলের পূর্বে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলাসমূহ তদন্তের জন্য একজন কো-অর্ডিনেটর এবং একজন কো-কো-অর্ডিনেটরসহ মোট ২২ জন তদন্তকারী কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত একটি তদন্ত সংস্থা রয়েছে। তদন্ত সংস্থার দুইজন পুলিশ মহাপরিদর্শকের পদমর্যাদা সম্পন্ন, একজন অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক সমমর্যাদা সম্পন্ন, একজন উপমহাপরিদর্শক, দুইজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, আটজন সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং আটজন পুলিশ পরিদর্শকের সমমর্যাদা সম্পন্ন।

অবকাঠামো ও নিরাপত্তাঃ- আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারকার্যক্রম পরিচালনা এবং এর রেজিষ্ট্রার দপ্তরের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ঐতিহাসিক এবং গৌরবোজ্জল স্থাপত্যকলার নিদর্শন সুপ্রাচীন পুরাতন হাইকোর্ট ভবনটি ব্যবহৃত হচ্ছে। সার্বিক নিরাপত্তার জন্য মূল ভবনের বাইরে ট্রাইব্যুনাল চত্বরের নিরাপত্তা বেষ্টনী ঘেঁষে নিরাপত্তা চৌকি বিদ্যমান। পুলিশ সদস্যগণের সার্বক্ষণিক অবস্থান এবং অস্ত্রসমূহ সংরক্ষণের জন্য রয়েছে পুলিশ ব্যারাক ও অস্ত্রাগার। নিরাপত্তার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম লাগানো রয়েছে। ট্রাইব্যুনাল এলাকায় প্রবেশের জন্য দুইপাশে

রয়েছে দুটি গেট । পুলিশের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য রয়েছে তিনটি গোল ঘর এবং দশটি সেন্ট্রি পোস্ট। এছাড়াও ট্রাইব্যুনালের মূল ভবন, দুটি এজলাশকক্ষ (মাননিয় বিচারকগণ ও কর্মকর্তাগণের ব্যক্তিগত কক্ষসমূহ ব্যতিত) এবং পুরো এলাকাটি সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্ত। সিসি ক্যামেরাসমূহ সার্বক্ষণিক চালু রয়েছে এবং একটি কন্ট্রোলরূম হতে এগুলি তত্ত্বাবধান করা হয়। সিসি ক্যামেরায় ধারনকৃত তথ্যাবলী একটি কেন্দ্রীয় হার্ডডিস্কে রেকর্ডকৃত ও সংরক্ষিত থাকে।

বিচারহীনতার সংস্কৃতির অবসানঃ-

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সংগঠিত যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার স্বাধীনতার তিন যুগ পার হলেও সম্ভব হচ্ছিল না। বর্তমান সরকার সকল ধরনের দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্র ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ২০১০ সালের ২৫ মার্চ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করেন। পবরবর্তীতে ২০১২ সালের ২২ মার্চ আরেকটি ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ পর্যন্ত মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে ৪০ টি। ৩৯ টি মামলায় রায় দিয়ে আসামীদের দোষী সাব্যস্ত করে সাজা প্রদান করা হয়েছে যা দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। একটি মামলায় বিচার চলাকালীন আসামীর মৃত্যু হওয়ায় মামলার কার্যক্রম বন্ধ করা হয়। বর্তমানে ট্রাইব্যুনাল এ ২৮ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এই ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙালি জাতির দীর্ঘকাল ধরে বয়ে বেড়ানো কলংক কিছুটা হলেও মুছা সম্ভব হয়েছে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে সারা বিশ্বে বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে।

ঐতিহাসিক রায়ঃ-

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এর প্রতিটি রায় কে ঐতিহাসিক রায় হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। স্বাধীনতার তিন যুগেরও বেশি সময় পরে আন্তর্জাতিক অপরাধের জাতীয় পর্যায়ে বিচার করে রায় প্রদান করা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক বিষয়।

মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধিঃ-

সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় বাজেট সরবরাহ, নিরাপত্তার ব্যবস্থাসহ অবকাঠামোগত সহায়তার ফলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ মামলা নিষ্পত্তির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ ছ ৪০ টি। ৩৯ টি মামলায় রায় দিয়ে আসামীদের দোষী সাব্যস্থ করে সাজা প্রদান করা হয়েছে যা দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। একটি মামলায় বিচার চলাকালীন আসামীর মৃত্যু হওয়ায় মামলার কার্যক্রম বন্ধ করা হয়। বর্তমানে ট্রাইব্যুনাল এ ২৮ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এই ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙালি জাতির দীর্ঘকাল ধরে বয়ে বেড়ানো কলংক কিছুটা হলেও মুছা সম্ভব হয়েছে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে সারা বিশ্বে বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে।

ঐতিহাসিক রায়ঃ-

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এর প্রতিটি রায় কে ঐতিহাসিক রায় হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। স্বাধীনতার তিন যুগেরও বেশি সময় পরে আন্তর্জাতিক অপরাধের জাতীয় পর্যায়ে বিচার করে রায় প্রদান করা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক বিষয়।

মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধিঃ-

সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় বাজেট সরবরাহ, নিরাপত্তার ব্যবস্থাসহ অবকাঠামোগত সহায়তার ফলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ মামলা নিষ্পত্তির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

ট্রাইব্যুনাল	সাল	অভিযোগ গঠন (মামলার সংখ্যা)	রায় ঘোষণা (মামলার সংখ্যা)
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	২০১৭	০৫	০২
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	২০১৮	১৬	০৬

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	জানুয়ারী, ১৯ থেকে আগস্ট, ১৯	১২	০৪

ডিজিটালাইজেশনঃ-

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এর সকল রায় ট্রাইব্যুনাল এর নিজস্ব ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড করা হয়। যে কেউ বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে ট্রাইব্যুনাল এর ওয়েবসাইট ভিজিট করে রায় এর কপি পেতে পারেন। ওয়েবসাইট লিংকঃ www.ict-bd.org

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিঃ-

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এর সকল রায় নেদারল্যান্ডস এ অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত এর Legal Tools Database ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড করা হয়।

বাস্তবায়িত সংস্কারমূলক কার্যক্রমঃ

০১-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০-০৬-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত এবং ০১-০৭-২০১৯ থেকে আগস্ট/২০১৯ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ভবনের নিয়মিত সংস্কারমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি ট্রাইব্যুনাল এর Witness Deposition Network এর অধিকতর আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

১০.বাংলাদেশ বার কাউন্সিলঃ

বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে অর্জিত সাফল্য সম্পর্কিত কার্যাবলি নিম্নে দেওয়া হলঃ

১। ২০১৮ সালের নির্বাচনের জন্য ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ণ করা হ-য়-ছ।

২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর সরকারী অর্থায়নে ১৫ (পনের) তলা বিশিষ্ট বার কাউন্সিলের ভবন নির্মানের প্রক্রিয়া চলমান।

১১. অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ঃ

অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে কর্মরত সরকারি আইন কর্মকর্তারা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগে সরকারের পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত গুরূত্বপূর্ণ মামলাসহ বিপুল সংখ্যাক মামলা নিষ্পত্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছেন। অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে কর্মরত অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ও সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল সরকারের স্বার্থ সংশিস্নষ্ট বিষয়ে আইনগত মতামত এবং যে কোন গুরূত্বপূর্ণ আইন তৈরির প্রাক্কালে গুরূত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করে থাকে। তাছাড়া সরকা-রর প-ক্ষ ও বিপ-ক্ষ দা-য়রকৃত মামলা/আপিল/রিভিশান পরিচালনা ক-র সরকারী স্বার্থ রক্ষা করার জন্য বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস প্রতিনিয়ত প্রজ্ঞা ও মেধার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৯ সালে

০১জন অতিরিক্ত অ্যাটর্ণি জেনা-রল ৩১ জন ডেপুটি অ্যাটির্ণি জেনা-রল এবং সহকারী অ্যাটর্ণি জেনা-রল-ক ১০৫ জন-ক নবনিয়োগ প্রদান করা হয়। তাছাড়া পূর্বে নিযুক্তীয় ৩২ জন ডেপুটি অ্যাটর্ণি জেনারেলকে পুনঃনিয়োগ প্রদান করা হয় এবং ০৭ জন সহকারী অ্যাটর্ণি জেনা-রল-ক ডেপুটি অ্যাটর্ণি জেনা-রল প-দ নি-য়াগ করা হয়।